অন্নদামঙ্গল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে

পরিশোধিত।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৭৬৯।

অন্নদামঙ্গল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জনাইল॥

ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥
দেবীদয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ।

শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চীনামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার॥

সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল॥
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়িয়।
তার সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা।

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখি তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ ধ্রু॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার॥

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যাবিদ্যমানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরি প্রবাসসাগরে ॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন ॥
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥
হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে ॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥
আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ ॥

বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক ধক।
মণিময় আভরণ করে চকমক॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর॥
রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়।
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥
অতশীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামি যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥
বিদ্যানাম লোঁসর দোসর নাহি সাতে।
কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥
চৌদিকে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সসখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত ঝাঁঝের রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূরে হৈতে শুনিতে তরাস॥

নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আ(ই)লা কোথা যাও
কি জাতি কি নাম ধর কোন ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও॥
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম॥
দ্বারী কহে এ কি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুথি ধুতী ধরে তারা।
ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিম্বা হবা হরকরা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর॥

বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা বিদেশী হেতের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি॥
সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি শুতী পাখি লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারি দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বখশীরে কয়ে॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোস দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার॥
ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

গড়বর্ণন।

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায়॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরুচন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া
হেলয়ে মলয় বায়॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন ইঙ্গিতে
ভারতে ফিরিয়া চায়॥ ধ্রু॥

দ্বারিরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥
বাম কক্ষে খঙ্গী পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানাদ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসল্‌মান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফারশী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপূত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥
এই রূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া
সমুখে দেখেন চকচাঁন্দনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥

চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয়সমান লেগেছে ধূমধাম॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥
কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি॥

পুরবর্ণন।

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজলিতে ময়ূরে নাচাও হে।

নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসিসুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে॥ ধ্রু।

•

চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী॥
উঠ গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥

ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি ॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার ॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক ॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজীকর ॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥
দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর ॥
সানেবান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি ॥

চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়পবন॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ॥
ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদি গণ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশিদিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম খানি॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥

করে লয়ে এক পদ্ম লইলেম ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥
হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে আ(ই)লা সঙ্গে সহচরী ॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে ঝড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে সাড়ী পর লো কসিয়া ॥

সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ।

এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে ॥ ধ্রু ॥

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥

চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদনজ্বালায় মরম গলায়
বকুল তলায় বসিয়া অই॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে॥
কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন মাজে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে॥
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে॥

ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥
সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে।
এ মুখ চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে॥
রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
কুচঘট যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরজ ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে॥
হেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে।
সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে॥

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ।

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাদ করি তুলে পরি গলে॥

মোহন চিকনকালা নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে॥
কস্তূরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে॥ ধ্রু॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥
আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহে কুতূহলে॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥

গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আ(ই)ল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি রতিছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশির প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥
খুঙ্গি পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিযমিত ফুল রাজবাড়ীতে জোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয॥
রায বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয লাগে॥

রায বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

সুন্দরের মালিনীবাটীপ্রবেশ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে লযে খুঙ্গীপুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উঁচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি॥
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবি রায বাড়ীর ভিতরে যায়
রহিলা দক্ষিণ দ্বারি ঘরে।
মালিনী হরিষ মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে॥

নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥
নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিলা পূজায়।
তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥
রাজা রাণীসম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট বাজার কে করে॥
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ী কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ী ফট্কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়ীতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে॥

এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের কামিনী আনি ছলে॥
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণলোকে শুনে॥
শুনি তুষ্ট কবি রায় দশটাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পরধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ॥
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটী
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর॥

রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া॥
দর করে এক মূলে জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার॥
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর গুণান বোজা তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখাজোখা॥
দিয়াছে যে কড়ী যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী॥

মালিনীর বেশাতির হিসাব।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥

লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে ॥
তোমার কথায় টাকা লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাখা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে ॥ ধ্রু ॥

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
য টি টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা ॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু তুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিযাছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥

আট পণে আধ সের আনিযাছি চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুযা লঙ্গ জাযফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পাইনু সারাহাট ফিরা।
যে টি কয সে টি লয নাহি লয ফিরা॥
দুইপণে এক পণ কিনিযাছি পান।
আমি যেই তেঁই পাইনু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিযা গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আটপণে আনিযাছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥
খুন হযেছিনু বাছা চুন চেযে চেযে।
শেষে না কুলায কড়ী আনিলাম চেযে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী।
শেষে পাছে বল মাসী খাযাইল খড়ী॥
মহার্ঘ দেখিযা দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥

শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিযা রায ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আ(ই)ল ধীরে ধীরে॥
শুযেছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাডীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজদরবার।
কহ শুনি রাজার বাডীর সমাচার॥
রাজার বযস কত রাণী কয জন।
কয কন্যা ভূপতির কয বা নন্দন॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয দেহ আগে কে বট আপনি॥
বিষয আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতরী না কবে॥

রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না রবে॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥
শীহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মর্য্যাদা করিবে মহাশয়॥
বাপধন বাছা রে বালাই যা(উ)ক দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥

দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে
যে পারি কিঞ্চিত কহি বুঝ অনুসারে ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন।

নবনাগরী নাগরমোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী ॥
শারদ পার্ব্বণ শীধুধরানন
পঙ্কজকানন মোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী ॥
কোকিল নাদিনী গীঃপরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারত মানস মানস সারস
রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥

কেবলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থু(ই)লা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে।
শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যা(ই)তে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥

কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার ঊরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত॥
ইথে বুঝি রূপসম নিরুপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আ(ই)লে রহে ভ্রম॥
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥

ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধূমে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের দিবা পালা।

কি এ মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানাগুণে
কামমধুব্রতপালিকা ॥ ধ্রু ॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দ নন্দন বনের সার
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা।
কুসুমআকর কিঙ্কর তায়
মলয় পবন গণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিবে ভূপতিবালিকা ॥
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নবরবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনারপাঁতি

গুলাব সেঁউতী দেশী বিলাতি
আচু কুরচীর জালিকা॥
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে॥
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়নকমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি॥
পাত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু॥
গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল॥
তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী।
চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর॥
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান॥
থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি॥

চিত্র কাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দজাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করিসুতশুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥
বেলা হৈল উচর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥

বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিতলোচনে॥

মালিনীর তিরস্কার।

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি
কিঞ্চিত হৃদয়ে নাহয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হৈয়ে যেন সাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম।
এত ক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥

কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রমবৃথা হৈল ঘাটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচকঠোর।
কি দেখিয়া বন্ধু আসিবে মোর॥
ছাড় আইবলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥

বড়র পিরিতি বালির বাঁদ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ফুটিল॥
শীহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

মালিনীকে বিনয়।

কহ ও লো হীরা তোরে মোর কিরা
বকল করিলি কলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহনা ছলে॥
হীরা কহে শুন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল।

কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল ॥
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া ॥
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে ॥
যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ জ্বালায় তরু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে ॥
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল ॥
কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।

তাহার তনয় ভুবনবিজয়
স্থকবি নাম স্থন্দর ॥
বঞ্চি বাপ মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগবিজয়।
পথে দেখা পায়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয় ॥
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারীজিনা কোন কর্ম্ম ॥
বুঝিতে তোমার আচার বিচার
সে কৈল এ ফুলখেলা।
নিজ পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা ॥
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর ॥
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচলে ধরিল ধনী।

মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥
থাকু বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর॥
কামানল জ্বেলে যেতে চাহ ঠেলে
নাতিনী ঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে
বাপার ভাল শাশুড়ী॥
এস বৈস এয়ো হৌক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন॥
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কাণের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে॥
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ গোঁফের রেখা।

বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর পাঁতির দেখা ॥
গিধিনীগঞ্জিত মুকুতারঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া
থুলা ভুরু ধনু হুলে ॥
অধরবিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখি ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
কামের কনকআশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণিপরকাশা ॥
যুবতীর মন সফরীজীবন
নাভিসরোবর তার ।
ত্রিবলিবন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।

মালী বলে সেই রঙ্গ হেতু এই
ভারত রসের চূড়া ॥

বিদ্যা সুন্দরের দর্শন।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শীহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কলকল।
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥ ধ্রু ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥

যত গুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার॥
জ্ঞিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার।
বুঝাইগা বুঝিযা কহিবে সমাচার॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায।
ভাবহ মালিনি আই তাহার উপায॥
মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥
পুষ্পময রতি কাম দিযাছিলা রায।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবযে উপায॥

কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যাবিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥

সবিতা পদ্যাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্ ॥

কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয় ॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয়পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার ॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥
এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥

সুগন্ধ সুগন্ধিমালা দেবীগলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পুরাইলা আশ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেতস্থান রথের নিকটে॥
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥
আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা তুঁহারে দেখায়॥
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥

শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব॥
দুহার নয়নফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যা(ও)য়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ।

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানাজাতি
পুরুষের আটগুণ মেয়ে॥
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কনাকানি
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধারঘরেতে কর আল॥

বিদ্যা বলে চুপ চুপ   যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ   তার পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয়॥
তাঁহারে আনিতে ভাট   গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে   শব্দ হৈত রাঢে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট॥
এমনি বুঝিলে বাপা   অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সব কর্ম্ম হবে নট   তুমিত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার॥
তেঁই বলি চুপে চুপে   বিয়া হয় কোন রূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শীহরিয়া   লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপাত না রবে॥
ঠিক ফিরে পায় পায়   রাণা বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু   কেবল অনর্থহেতু
তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল॥

তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি আমা লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায় ॥
এই সহচরীগণ এক খিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার ॥
বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মতছাড়া কভু নয় ॥
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণীছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া ॥

কেবা তুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বূল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি॥
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারীকেলে জলের সঞ্চার॥
কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥
বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আ(ই)ল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্যহৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে ল(উ)ন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায়॥

এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল॥

সন্ধিখনন।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে॥
লকলকরসনে কড়মড়দশনে
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অটঅটহাসে কটমটভাষে
নখরবিদারিত রিপুকরিশুণ্ডে॥
লটপটকেশে সুবিকটবেশে
হুতদনুজাহুতিমুখশিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে॥ ধ্রু॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥

কোটাল তুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁধকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥
পূজা করি সিঁধকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥

অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁধ কাটি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।

ইট কাট কাঠ কাট মেদনী পাহাড়॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যাআজ্ঞায়॥

কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনীবিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি।

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।

নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ ॥
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে॥
ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে ॥
ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুখের শূল ॥
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখি এড়াইতে নারে।
আকাশ বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে ॥
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তারে।

তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে॥
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা॥
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কাণে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী॥
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিহার জ্বালা।

বৎসর তিলেকে প্রলয় পলেকে
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে॥
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ চমকিত মন
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয়॥
এ কি লো এ কি লো এ কি কি দেখি লো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এল এখানে॥
কপাট না নড়ে গুঁড়াটি না পড়ে
কেমনে আইল নর।

কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর॥
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥

সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁধ দিয়া ঘরে॥
চোরবিদ্যাবিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহি বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা॥
এই রূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দররায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরী॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তিগোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরণি ॥
সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর ॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে ॥
লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥

পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখীসম্বোধনে
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে॥
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতনরচন॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোঽরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত গহ্বরে বিরহির পরমাদ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিচ্ছে চাঁদছাঁদ ডাকিলেক সেই॥

শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদনপঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
বেদান্ত একাত্মবাদি দ্ব্যাত্মবাদি তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ
পুরাণসংহিতাস্মৃতিমন্ত্রবিজ্ঞ নন॥

শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া॥
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন।
তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥
রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষি করি দিলা বরমালা॥
ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ।

নব নাগরীনাগর বিহরে।
লাজভয়ে আর কি করে॥

সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গরগর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥
সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে॥ ধ্রু॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয়জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাসআতসবাজী উত্তাপে পলায়॥

নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্নবিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মোরছল শ্বেতচামর ললিত ॥
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥

কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহুকুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয়রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গাররসে লেগে গেল রঙ্গ॥
প্রস্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা।

দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুইজনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয় ॥

বিহারারম্ভ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধানধুতী পড়িছে খসিয়া ॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল ॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই অম্বর ঝাঁপি লয়ে ॥
কুচপদ্মকলী করিরাজকরে।
ধরিতে তরুণী পুলকে সিহরে ॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥
বিনয়ে কর পদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥

ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।
করুণাকর না কর পীড়িত হে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পরফুল্লফুলে কর পান মধু॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে॥
তুহি পঙ্কজিনী মহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥

কুচশম্ভুশিরে নখচন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচহেমঘটে নখরক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গপ্রবালঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥
রতিরঙ্গরণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥

বিহার।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুমশর খর শর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে॥ ধ্রু॥

রতিমদসাগর নাগরী নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপকপাটে॥

ঝম্পই সঘন নিতম্বধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘনপর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমরতুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে॥
শ্বাসপবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
দুহু তনু দুহু অবলম্বে॥
দুহু ভুজ পাশহি দুহু জন বন্ধন
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহু তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদনতরঙ্গে॥
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চিরদিন ভুকপিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা॥

পূরণআহুতি অনল নিভায়ল
রতিপতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ ধরণি ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥
চুম্বন চুচকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে॥
অলসঅবশ দুহ অঙ্গ অচেতন
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরে যায়ে॥
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি
লাজ করো কোন কাজে॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা।

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায়॥

তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো আর দিকে নাহি ধেয়ো
সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায়॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায়॥ ধ্রু॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতিরতি পতি॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায়॥
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥

এ নয়নচকোর ও মুখসুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধাপান ॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার ॥
এত বলি বিদায় হইলা থুথি ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার ॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥

সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয়॥
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায়॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায়॥

বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর॥
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি॥
কোন পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে।
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥
লুকায়ে করিতে কাজ তুজনারি সাদ।
হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে তুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥

এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কি রূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥
বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥
শেষে ফাকী আগে দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না করো সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥

এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী।
কুটিনীরে ফাকি দিয়া করে নাগরালী॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥
গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দু জনে পলায় সখীগণ॥
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর॥

বিপরীত বিহারারম্ভ।

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করি॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।

সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥
কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার তোমারি এ অধিকার
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়॥
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণালভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি ফুল্লকুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়আকাশে॥
নয়নখঞ্জন মোর নয়নচকোর তোর
দুহে মিলি হাসিবে এখনি।

ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধিরি ধিরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
ভুলিতে আপন ভার ভাবি।
আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে হাতে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়ে ছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যলোকে লাঠি বাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।

ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
একি বিপরীত কথা শুনি ॥
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যরোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন দিয়াছি সে যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।

এ কি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব প্রদীপ থাকিলে।
ভারত দিলেন সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে॥

বিপরীত বিহার।

মাতিল বিদ্যা বিপরীতরঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীতকাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে॥

ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রুন রুন রুন নূপুর গাজে॥
দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥
ঘন ঘন ভুরুকামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষবাণে॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম॥
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥
অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে॥

জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায়॥
এই রূপে নিত্য করে বিহার।
ভারতভারতী রসের সার॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা।

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন।

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী
কখন লুটেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে ॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে ॥
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥
আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন॥
সন্ন্যাসির বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসির বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে॥

করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ॥
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায়॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায়॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণি।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাঁই।
কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥

করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই ॥
অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া ॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ ॥
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি ॥
গুরুকাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার ॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল ॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥
কাণাকাণি করে পাত্র মিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ ॥

তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে না কি বিদ্যা দেয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচার যোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটী খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥
যত রাজপুত্রে আনি পলায় হারিয়া।
অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই॥

সন্ন্যাসির রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোরচূড়ামণি॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য।

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণিছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে॥

নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আন আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে॥ ধ্রু॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরমপণ্ডিত সে গোসাঁই॥
যবে আমি এথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিতকিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥

পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥
এ রূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায়॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥
স্নানপূজা হেতু গেলা দামোদরতীরে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে॥
সন্ন্যাসির কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনি ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানাজানি॥
কান্দিয়া কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥
দাড়ী তার তোমার বেণিরে নাকি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘঁটে করে জড়॥

আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতূরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এতদিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোসাঁই॥

থাকহ সন্ন্যাসি লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে ।
সে যা(উ)ক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর ॥
এনেছিলা বটে বর পরমসুন্দর ॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে ।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই ।
সন্ন্যাসির কপালে তোমার মুখে ছাই ॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুইত মাসাস॥
আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই ।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই ॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায় ।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায় ॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল ।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল ॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে ।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে ॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী ।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাকী ॥

এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥
তখনি কহিনু রাজারাণীরে কহিতে।
কি বুঝে করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥
হীরা বলে সে যেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥
সুন্দর কহেন মাসী ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কে বা লৈতে পারে॥

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ।

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যাঅনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥

রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পা(ই)লে ফিরে॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসেহৈয়ে ভোর
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ॥
দিবসে রজনীজ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান॥
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে একি হইল দিবসে॥
আর্তিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলুথালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥

ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল॥
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আ(ই)ল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা॥
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥

বৃক্ষ হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে
.সব শক্র লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি হজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্বপ্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনি হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥
এরূপে সুন্দর যত চাতুরি কহেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায়॥
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্য মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূর যায়॥

চতুর কুমার ভাবে জীববাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাটী দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া॥
জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দররায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ হ্রদে যেন কোকনদ
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে॥

সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।

আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥
আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলাধেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কতমত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারতগোচর ॥ ধ্রু ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা ॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটীর ভিতর ॥
সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেলা এক দিন হীরার অগারে ॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী ॥

সারীশুকবিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খায়াই॥
কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥
দুজনে আইলা পুন বিদ্যার অগার।
এইরূপে নানা মতে করেন বিহার॥
সুন্দরীর ছিল দিবাসম্ভোগের ক্রোধ।
একদিন মনেকৈল দিব তার শোধ॥
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ॥
আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥

সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন জন॥
দপণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কতদিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় না কি রাখা যায় বঁধু॥
অনুকুল পতি যদি হয় প্রতিকুল।
ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥
পরনারীমুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি॥

সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার ॥
তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পাণের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন ॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল ॥
এমনি তোমার পাণে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে ॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও ॥
কখন না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাদ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায় ॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে ॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয় ॥

ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে॥
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়ামত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥
খুদমাগা কাদাখেঁডু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ভ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু　কুলকলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকুল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে　আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥

লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাউক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম অন বাসে যারে ॥ধ্রু॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর ॥
দেখহ কাহার খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
উদরআকাশে সুতচাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয় ॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা স্বর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে ॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥

অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছী তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাদ খেতে সাদ সুস্বাদ অম্বল॥
মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥

লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
লোকে বলে পাপ কাপ কদ্দিন লুকায়॥
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

যত সখীগণ বিরসবদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায়॥
ঠাকুরকন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি॥
দেখিলে আপনি যে হোক তখনি
সকলি হবে বিদিত।

শুনি চমকিয়া চলে শীহরিয়া
 মহিষী যেন তড়িত ॥
আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
 উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
 রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
 লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রণমে বসিয়া
 বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া
 অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
 কহে ভালে কর হানি ॥
ও লো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
 সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
 আনিলি ডাকি ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
 ইহার ঘটক কেবা।

সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সেবা॥
না মিলিল দণ্ডী না মিলিল কড়ী
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ তারে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসী টা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।

কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্বঠাঁই।
রূপগুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতী দিব গলে
পৃথিবী বিদার দিস॥
আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।

ভুলালি আমায় জানি ভাঁড়া যায়
সতী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগেত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি॥

বিদ্যার অনুনয়।

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই জানেন গোসাঁই
ভাল মন্দ ফলাফল॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বঞ্চি এ বন্দির মত।

নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত॥
রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হৈল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে॥
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।

দেখে নিদ্রাভঙ্গে মিথ্যারতিরঙ্গে
বসনে রেতনিশান॥
তেমনি আমারে স্বপনাবিহারে
পুরুষসহিতে ভেট।
মিথ্যা পতিসঙ্গ মিথ্যা রতিরঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট॥
বাক্যের কৌশলে রাণী ক্রোধে জ্বলে
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায় সকলে হাসায়
ছায়ে ভাঁড়াইল মায়॥

রাজার বিদ্যাগর্ব্ভশ্রবণ।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে
আলু থালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন॥
শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।

রাণী আ(ই)ল ক্রোধমনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে ঝির বিয়াদায়॥
কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুনপ্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চ মাথা হৈল হেট বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।

যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উযুপক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥
যে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে সুঝে
সকলে আপনভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিল বাহির দেয়ানে॥
কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।

যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুখ যায়॥

কোটালে শাসন

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥
রাজ্য কৈলি ছারখার জঞ্জাল কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।

মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া
দূর গেল ধরম ভরম॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ॥
পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল॥
রাজার হুকুম পায় আগে আগে খোজা ধায়
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখীগণ লয়ে বারি হৈলা দ্রুত হয়ে
রহিলেন রাণীর নিকটে॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাখ সন্ধান করে
কোন পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥
কি জানি কেমন চোর কাল হয়ে এল মোর
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।

হেন বুঝি অভিপ্রায় শূন্যে শূন্যে আসে যায়
কেমনে পাইব তার লাগ ॥
পূর্ব্ব শুভাশুভফলে জনম ধরণিতলে
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্যরে কোটালি খেজমত ॥
রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার ॥
কূট বুদ্ধি কোটালের কিছু নাহি পায় টের
ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা ফেলে টানদিয়া
দশ দিক দেখে নিরখিয়া ॥
কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে কোটাল সানন্দমনে
কালী পুরাইলা মনোরথ ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান।

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর ॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর ॥
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর ॥
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর ॥ ধ্রু ॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গপথ কহিছে কোটাল।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতালসুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥
হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ ॥

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥
কেহ বলে ডাকদিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনী গাইয়া॥
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায়॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খা(ই)ত কত লোক জন॥
আর জন বলে ভাই সাপ যেনে নয়।
ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বল মোরে নাহি তায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খা(উ)ক সাপে॥

ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হজুরে যা(ও)য়া সাধ্য নহে মোর ॥
যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক ॥
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায় ॥
যমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর ॥
সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাখ পেয়েছি পাব আর কারে ভয় ॥
পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য ॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে ॥
সাপ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে ॥
যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে ॥

ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দে(ও)য়া কাপুরুষতাই॥
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥
ভারতবিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণিমণ্ডলফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস ছুপর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসনচোরা তাহারে ধরিয়া মোরা
পীত ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া॥ ধ্রু॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরমসুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘরীতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥
ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যেবা যত জানে॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥

এইরূপে তের জন রহে গৃহ মাজে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে ॥
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুঁসার খবরদার পহরি পহরা ॥
সোণারায় রূপারায় নায়েবকোটাল।
ফাটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥
হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল সহরপনার চারি দ্বার ॥
সাত গড়ে চারিসাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল ॥
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধূমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম ॥
ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশী ॥
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দূর কপালভরা খাঁড়া করতলে ॥

এইরূপে তার সঙ্গে সাতশত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়॥
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥
ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধকারাগার॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বুধবারের দিবা পালা।

আজি ধরাগেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গাগেল যত ভুর   চাতুরী হইল চুর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি   অনেক করেছ চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগারঘোরে   বান্ধিয়া মনের ডোরে
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাকি দেহ   ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ ধ্রু॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ।
না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দরচাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ॥

হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণি।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥
চক্ষুর নিমেষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা॥
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥

বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল ॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন স্থন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর ॥
তখনি অমনি ধরে আর বার জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন ॥
ধামধূমী বলে শুন ঠাকুরজামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই ॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা ॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার ॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া ॥

কোটালের উৎসব ও স্থন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে ॥

চোর ধরি   হরি হরি   শব্দ করি কয়।
কে আমারে   আর পারে   আর কারে ভয়॥
জয় কালি   ভাল ভালি   যত ঢালি গাজে।
দেই লম্ফ   ভূমিকম্প   জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট   কাট কাট   মালসাট মারে।
কম্পমান   বর্দ্ধমান   বলবান ভারে॥
হাঁকে হাঁকে   ঝাঁকে ঝাঁকে   ডাকে ডাকে জাগে
ভাই মোর   দায় তোর   পাছে চোর ভাগে॥
করে ধুম   অতিজুম   নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ী   পায় দড়ী   মারে ছড়ী বেত্রে॥
নঠশীল   মারে কীল   লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক   কাঁপে বুক   লাগে হুক আঁতে॥
কোন বীর   শোষে তীর   দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার   তরবার   যমধার দাপে॥
কোতোয়াল   বলে কাল   রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর   হৈলে ভোর   দিব চোর ভূপে॥
সব দল   মহাবল   খল খল হাসে।
গেল দুখ   হৈল সুখ   শত মুখ ভাষে॥
সুন্দরেরে   শতফেরে   সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায়   হায় হায়   এ কি দায় মোরে॥

মরি মেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ॥
কত বরে বিয়া করে কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে রোষমনে কত জনে মারে॥
হরি হরি মরি মরি কিবা করি জীয়া।
কটু কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া॥
রাজা কালি দিবে গালি চূণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে॥
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে॥
যার লাগি দুখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায়॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥
দিগ দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম বদনাম শেষে॥
ছাড়ি বাপ করি পাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিমরিষ পেলে বিষ খাই॥

এই মত শত শত ভাবে কত তাপ।
নত শির যেন ধীর হড়পীর সাপ॥
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ॥

সুড়ঙ্গদর্শন।

সুড়ঙ্গের লৈতে টের কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায়॥
ঘোরতম নিরুপম কূপসম খানা।
কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা॥
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে দেখি বলে ভাল।
চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আল॥
পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে॥
উঠি ঘরে ধূম করে হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে॥
আল জ্বালি যত ঢালি গালাগালি করে।
কহে চোর ঘরে তোর দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের পথে ফের কোটালের তরে।
কেহ গিয়া বার্ত্তা দিয়া তুষ্টহিয়া করে॥

কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে॥
আগুসরে চুল ধরে দর্পকরে কয়।
কথা জোর বল চোর কেবা তোর হয়॥
দেই গালী বলে শালী কোথাপালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল কেটা মোরে॥
ভারতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষাগীত সুললিত অতুলিত সার॥

মালিনীনিগ্রহ।

মালিনী কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুটিলি অগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়।

হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥
হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা॥
কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ঘাগী॥
হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে॥
যুবতী বেটী বহূড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বহূ বেটী কারে দিমু ভেটী
যে বলে সে হবে কুড়ী॥
লোকের ঝি বহূ লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে॥
ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে॥

আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর॥
হীরারে হইল ভয় কাণে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোসাঁই
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ॥
শুনিয়া কোটাল টানে সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম॥
হাতে লোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ
ইহা কব কার কাছে॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে॥
খুঙ্গি পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।

পিঞ্জরসহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে ॥
মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া পায়ু ছেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে ॥
সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসি হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী ॥
কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁধেল চোর ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি সিঁধ কাট সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥
যত দিন আর জীব কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব ॥
অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্যহেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥

সুন্দর হাসি আকুল মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ফুল॥
কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃ পুনঃ করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা ফিরা ফিরা॥
কোটাল কহে এ নয় দুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয়॥

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধিরবানে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥

হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥
রমণীর রমণ পরাণ
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণছাড়া হয়ে যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে
সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে।
শিরোমণি মস্তকের মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥
প্রভু মোর গুণের সাগর
রসময় রূপের নাগর।
রসিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর॥

জননী ডাকিনী হৈল মোর
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী
অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়ে ছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোসাঁই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

এইরূপে পুরবধূগণ
সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কাণা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥
কেহ বলে এ চোর কেমন
এখনি করিল চুরি মন
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপননদিনী ভয় কত সব আর॥

শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥ ধ্রু॥

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি॥

আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাদ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিত ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥
আর রামা বলে সই এত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ॥
মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥
ভরাপূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য॥
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতি আমার পতি বুড়া॥
বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥

আমার আবেশ দেবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনে কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥
বামন বগুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥

তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাদ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোলশোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥
চতুর্ম্মুখ খা(ই)তে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥
আর রামা বলে সই কিছু লাভ বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে॥
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥

পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুলাপাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥
পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভালত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিত কস্তুর নাহি কস্তুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু নাপারি লইতে॥
পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে।
ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে॥
আর রামা বলে সই এত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড়॥

স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী॥
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদির মিশালে।
করিতে না পারে নিসা টালে টোলে টালে॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোটা পাইতে জঞ্জাল॥
কহে আর রসবতী গালভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণপ্রধান॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনিরবলদ সবে একখানি গুণ
আমারে ভুলায় নোক রাজ তামা দিয়া।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥

আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর॥
শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে॥
গোঁজাবিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর॥
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু হয়॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক॥
যমসম ধরিতে পরের বাজেজমা।
নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে॥
আর রামা বলে সই এত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥

সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥
আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদী হই॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি যাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।

শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
সুতাবেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে ॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার ॥
শাঁখা সোণা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে ॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল ॥

রাজসভায় চোরানয়ন।

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায়॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুঠিব এ চরণধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্রপদ পায়॥ ধ্রু॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
গোলামগর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাইপুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥

জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥
সমুখে সেফাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী॥
মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর॥
মুনসী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি॥
রবাব তম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥
উজ্বক কজলবাস হাবশী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ॥
সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুকসোয়ার।
মাহুত হাতির কাঁধে জানায় জোহার॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল॥

সারী শুক খুঁজি পুথি মালিনী সহিত।
হাজীর করিল চোরে নাজীরবিদিত॥
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার॥
হেটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায়॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল॥
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর॥
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥

বাসা করি রয়েছিল আমার আলয় ।
ছেলে বলি ভাল বাসি মাসী মাসী কয় ॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে ।
মাটী খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে ॥
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে ।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা ।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই ।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই ॥
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে ।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী ।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়েছে মিলন ।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
ধর্ম্মঅবতার তুমি রাজা মহাশয় ।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায় ।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর ॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোরবাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর ॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর ॥ ধ্রু ॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে ॥
দুর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চূণ কালি দিয়া।
চেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধূতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥
রাজার হীরারবাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয় ॥

জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥
তুমিত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চজাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥

বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥
এই রূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়।

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥

শুনি কহিছে সুন্দর　শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিত নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয়　শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার　আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম　বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুরঠাকুর　শুন শ্বশুরঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্মঅবতার　তুমি ধর্ম্মঅবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার॥
বিদ্যা করেছিল পণ　বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥
পণে জাতি কে বা চায়　পণে জাতি কে বা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ　দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে　তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে॥

আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ॥
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥
ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল॥
চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া॥
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায়॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই॥
শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষত নয়॥
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া　চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ　শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥
শুনি চমকিত লোক　শুনি চমকিত লোক।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ।

মোর পরাণপুতলী রাধা।
স্নুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥ ধ্রু॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং।
স্নুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

এখনো সে কনকচম্পকস্নুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥

কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্র মনালপন্ত্যা॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারী কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা॥

ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মোবিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়বঅগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন জন॥

বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে ভোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল ।
তাহারে বাঁন্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন ।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন ॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয় ।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥
রাজার সভায় সুন্দরের সারীশুক ।
ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কৌতুক॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

শুকমুখে চোরপরিচয়।

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।

সারীর ক্রন্দনছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া॥
শুক পাকসাট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।
আলো সারি দুর দুর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে॥
গুণসিন্ধুরাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী॥
তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনিস্বরূপা তিনি
সেইমত ভূষণ বাহন॥
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কানাকানি
রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত।

মালিনী কহিল যাহা　শুকপাখি বলে তাহা
　চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুক শুন　কি কহিলা কহ পুন
　চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই　তাহার তনয় এই
　বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি　কোটাল আনিল ধরি
　পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমি ত পণ্ডিত হও　কেন না কাটিব কণ্ড
　কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥
শুক বলে মহাশয়　আপনার পরিচয়
　রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয়　ঘটকেরা কুল কয়
　বড় মানুষের রীতি এই ॥
নিজপরিচয় প্রভু　সুন্দর না দিবে কভু
　পাখি আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট　পাঠাইয়াছিলা ভাট
　ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয়　ভাটের সর্দারে কয়
　কাঞ্চীপুর কেটা গিয়াছিল।

জমাদার নিবেদিল গঙ্গ ভাট গিয়াছিল
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল॥
ভাটেরে আনিতে দুত ধায় দশ রজপুত
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কালিকার স্তুতি করে
কবিরায় গুণাকর কয়॥

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি।

মা কালিকে।
কালিকালি কালিকালি কালিকালি কালিকে
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে।
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
সৃক্ক চক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাসহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্ধি ভাষিকে।
চক্ক চক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীততালিকে।
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কান্তিমুণ্ডধারিকে।

শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে।
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে।
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে। *
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে। ধ্রু।

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅম্বুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা ॥ ১ ॥
আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২ ॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা ॥ ৩ ॥
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী ॥ ৪ ॥
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগউপবীতা ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষরমৃত্তিকা ॥ ৬ ॥
ঋভুরূপা তুমি ঋষিঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥

ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋরূপিণী।
ঋস্বরূপা রাখ মোরে ঋবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥৯॥
ৠকার দৈত্যের মাতা ৠভব দানব।
ৠকারস্বরূপা তবু বধিলা ৠভব ॥ ১০ ॥
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১ ॥
ঐশানী ঐহিকসুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩ ॥
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥ ১৪ ॥
অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংসঅরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥ ১৫ ॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥১৬॥
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা ॥ ১৭ ॥

খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮ ॥
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯ ॥
ঘনঘনঘোরঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘনু ঘনু ঘাঘর ঘণ্টিণী ॥ ২০ ॥
ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার।
ঙকারস্বরূপা রাখ ঙপদ আমার ॥ ২১ ॥
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষকচূষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা ॥ ২২ ॥
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছি ছি বলে আঁখি ছল ছল ॥ ২৩ ॥
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী ॥ ২৪ ॥
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত ॥ ২৫ ॥
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার ॥ ২৬ ॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার ॥ ২৭॥

ঠাকুরাণী ঠেকাইলা এ কি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে ॥ ২৮ ॥
ডাকিনী ডমরুডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামরবিদিতডঙ্কা দূর কর ডর ॥ ২৯ ॥
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী ॥৩০॥
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্বণকারে নির্ণয়।
ণত্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥ ৩৪ ॥
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥ ৩৫ ॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬ ॥
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ॥ ৩৭ ॥

ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া॥৩৮॥
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথবনিতা বিশেষে।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে॥৩৯॥
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণভাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী॥ ৪০ ॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশমহিলা।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা॥ ৪১ ॥
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয় যাই প্রায় এস জবযুতা॥ ৪২ ॥
রক্তবীজরক্তরসে রসিতরসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা॥ ৪৩ ॥
লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহ্বী।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহ্বী॥ ৪৪ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা।
বদ্ধ হৈনু বর্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা॥ ৪৫ ॥
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী॥ ৪৬ ॥
ষড়াননমাতা ষড়্‌রাগবিহারিণী।
ষটপদবরণী ষড় ঋতুবিলাসিনী॥ ৪৭ ॥

সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সত্তের সুসার ॥ ৪৮ ॥
হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯ ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥ ৫০ ॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥

দেবীর সুন্দরে অভয়দান।

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘরনির্ঘোষ ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥
লোল জটা কেশপাশ অট্ট অট্ট অট্ট হাস
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।

লোল জিহ্বা লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন ॥
মুখ অতিসুবিস্তার সৃক্কেতে রক্তের ধার
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারি হস্তমোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে রবে ভুবন চমৎকার ॥
পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
অকালপ্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিতলোচনে ॥
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশযানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয় ॥
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।

তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কি রে বিদ্যাবিনোদিয়া॥
দেবীর আকাশবাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায়।
ঊর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায়॥
কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দুর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ॥
এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গ ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাটভূপে কথা সুললিত॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধুমহীপতিনন্দন সুন্দর
ক্যোঁ নহি আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥

কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া॥
য্যার কহা বহু প্যার কিয়া গজবাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহি ভেদ জনায়া॥

ভাটের উত্তর।

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপূর জায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমি নায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হজার লাখ মৈঁ কহা বনায়কে॥

বূঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য়্যাহি মে কহা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগি দেখনে ন পায়কে॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈঁ তঁহ গমায়কে।
আগুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈঁ গয়া জনায়কে।
পূছহূ দিবানজীসো বখ্‌সিকে মঙ্গায়কে॥
বূঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে॥
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে॥
বেগমে কহা মহীপপাশ ভট্টআয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে॥
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে॥
চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হূ মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতি।
কুঠার বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাতি॥
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধিয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিলে দেখিতে না পায়॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান অবতার॥
দেবঅনুভব জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব॥
হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে॥

নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায়॥
বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে অই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ পর লোকের মঙ্গল॥
বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গুনি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।
যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥
হাসিয়া সুন্দর রায় অঙ্গুল ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান।
দেখি কাল রাজা পায় আনন্দে অবশ কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥

ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্ব জন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা রাজ্য জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ॥
সুন্দর বিদ্যারে লয়ে চোর ছিলা সাধু হয়ে
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥

তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভাব লও
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥ ধ্রু॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যে বা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধি কৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এইদেশে প্রভু আর দিনকত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥

গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥
বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥

কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোরদায়ে লুটিয়া লইলা মহারাজ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥
খুঙ্গীহৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়োনাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে
রস সিন্ধু তরে ভবতারণিয়া॥
নুপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্ঝন ঝনঝন কঙ্কণিয়া॥

লপট লটপট ঝপট ঝটপট
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষভর
বিষমশরশর দমনিয়া॥
সখীসকল মিলিত মধুমঙ্গল গাবত
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত
ঘন বিবিধ মধুর রব যন্ত্র বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঁ ঝিঁ তক ঝিমতক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
তত তত্তত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া॥ ধ্রু॥

সন্ন্যাসির শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণি কি বা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোসাঁই অদেয় আছে কিবা॥

ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই॥
হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ।
জটাজূট বনাইলা বিনাইয়া কেশ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর।
শাড়ীমেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর॥
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া।
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায়॥

বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসির বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে॥
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ॥
পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায়॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ
এইখানে বার মাস রহ হে॥

বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় এ কালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয়গন্ধবহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট মত্তময়ূরের নাট
মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমল কুল সাজাবে মৃণার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ ধ্রু॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয়সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥১॥
জ্যৈষ্ঠমাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥ ২ ॥
আষাঢে নবীনমেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগির যম সংযোগির প্রাণধন॥

ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে ॥ ৩ ॥
শ্রাবণে রজনি দিনে এক উপক্রম।
কমলকুমুদগন্ধে কেবল নিয়ম ॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি।
দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি ॥ ৪ ॥
ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥
ঝরঝরী জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥ ৫ ॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমাপ্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার ॥
নদেশান্তিপুর হৈতে খেঁড় আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥ ৬ ॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা ॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥ ৭ ॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥

নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ ॥ ৮ ॥
পৌষমাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥ ৯ ॥
বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি ॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥ ১০ ॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদনআগুন ॥
কোকিলহুঙ্কার আর ভ্রমরঝঙ্কার।
শুষ্কতরু মঞ্জুরিবে কত কব আর ॥ ১১ ॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদনবিলাস ॥ ১২ ॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥

হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥
বিস্তর নিষেধবাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা।

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা॥
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে
দময়ন্তীরে কহিতে লাগিলা।

তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়া জাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা॥
দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুই জনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥
বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাস শিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

বিদ্যাসুন্দর কথা সমাপ্ত।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমল কলদঙ্গে॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কল কল তরলতরঙ্গে।
পুটকিত শিরজট বিঘটিত সুবিকট
লট পট কমঠভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধি কর নিকরকরঙ্গে।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভবিকময়
ভারত ভবভয় ভঙ্গে॥ ধ্রু॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদেসন্নিধান॥

আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানাধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥

ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥
দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে।ধ্রু॥

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঊণপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝর ঝরী।
চারি দিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥

ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাষে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥

বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি থাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায়॥

এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময়॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা॥
ইতঃ পর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥
পয়দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
ঝক মক চক মক খর তরবারা॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণঅনিবারা।
ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীতসুধারা॥ ধ্রু॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান॥
হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোশ খাসবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদুবাজার॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥
ধাঢ়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপআদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দে(উ)ক আপনার মনিবের পায়ে॥

লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে ॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্য যুদ্ধ।

ধুধু ধুধুধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দমামা দমদম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে ॥
কত নিশান ফরফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে ॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিফাইগণ রণমাজে।
পরি করাইবখতর পোশাক বহুতর
সুশোভি শিরপর তাজে ॥
বসি অমারি ঘর পর আমীর বহুতর
হুলায় গজবররাজে।

পুর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুঁসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি ভরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপদিনকর সাজে॥ ধ্রু॥

যুঝে প্রতাপআদিত্য যুঝে প্রতাপআদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে ছিলা তার ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপআদিত্য সাজে॥
ধধ ধম ধম ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম
দমামা দমদম বাজে।

হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়

কামানের গোলা গাজে ॥

সিন্দূরসুন্দর মণ্ডিত মুদ্গার

ষোড়শ হলকা হাতি।

পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবান

অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥

সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর

বায়ান্ন হাজার ঢালী।

সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া

দুই দলে গালাগালি ॥

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়

গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।

সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে

মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥

হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে

পাইকে পাইকে যুঝে।

কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে

আত্ম পর নাহি বুঝে ॥

তীর শনশনি গুলী ঠনঠনি

খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।

মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলীতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতসাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপআদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্যে লৈল॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত স্বছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায়॥

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড়ঝাঁগড়ঝাঁঝাঁ ঝাঁজে রে॥
রণজয় করি মুণ্ডমালা পরি
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব সে নীলরাজীব
রাজীরাজে রে॥
গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত কি কবে ভারত
সেনামাজে রে॥ ধ্রু॥

প্রতাপআদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতসার হজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতসার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।

জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায় ॥
নানামতে অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া ॥
অন্নপূর্ণাদেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহসংহতি চলিলা দরবার ॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী ॥
কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণাআকর ॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল ॥
এত দূরে পালাগীত হৈল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।

ইতি বৃহস্পতিবারের দিবাপালা।

দিয়া নানা উপচার পূজাকরি অন্নদার
দিল্লীযাত্রা কৈলা মজুন্দার।
জননী তাঁহার সীতা রামসুমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥
শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতি খেলাত গায়
নানাবন্ধে কমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা॥
বাপমায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।
জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর॥
ধেনু বৎস একস্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল॥
পূর্ণ ঘট বামপাশে রামাগণ যায় বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী॥

শুক্লধান্যে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরা চান
শিবারূপে শিবের বনিতা॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে॥
শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়
দাস্থ বাস্থ সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে।
অঞ্জুলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥
মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জুলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্ম কমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিব জটাজূটে অবতার॥

বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুন ভূপতি তব দূরে।
রাজ্য লোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥
স্তবে হয়ে তুষ্টমন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
অনেক হইবে রাজা তার ॥
দিয়া এই বরদান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥

দেশবিদেশ বর্ণন।

চল চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে॥ ধ্রু॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ॥
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার॥
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান॥
রহে চম্পা নগর ডাহিনে কত দূর।

চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস ॥
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহন্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥
এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতূহলে ॥
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥
কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজন্দারে।

ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
জয় লক্ষ্মি জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
ধন্য নীলাচল তপোধন॥
পূর্ব্বে ছিল অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
নীলমাধবের এই স্থান॥
পুরোহিতে পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান দেখিলাম অন্ন খান
সেবা করে ব্যাধ এক জন॥
করি তার কন্যা বিয়া তাহারি সংহতি গিয়া
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।

রোহিণীকুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
কাক মরি হৈল নারায়ণ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গুনি
রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণীজল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল॥
দেখে সেই পুরী নাই বালিপূর্ণ সর্ব্বঠাঁই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের
আর পুরী গড়িতে হইল॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময় পুরী কৈল
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপাতামাময় আর পুরী কৈল দুইবার
শেষে পুরী পাথরের এই॥
গোদানে গরুর খুরে মাটী উড়ে যায় দূরে
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ॥
হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।

জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥
দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা
ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন॥
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় বুলায় হাত
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই
শমন সহিত নাহি দায়॥
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত দূরদেশে সমানীত
কুক্কুরের বদনগলিত।
এই অন্ন সুধাময় ভুক্তিমাত্র মুক্তি হয়
উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত॥
শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পূরিতকায়
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
জগন্নাথচরণকমলে॥

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া পর্ব্বত ॥
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥
মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী ॥
কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন ॥
প্রতাপআদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত ॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপআদিত্যে ভেট দিলা।

কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপআদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনীমিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন॥

পাতশার নিকটে বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন।

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।

কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ

না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥

মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে

কহে জাহাঁপনা সেলামত।

রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে

কেবল তোমারি কিরামত॥

হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি

জের হৈল নিমকহারাম।

গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল

বাহাদুরী সাহেবের নাম॥

পাতশা হইল খুশি কহিতে লাগিলা তুষি

কহ রায় কি চাহ ইনাম।

কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়

ইনাম সে যাহে রহে নাম॥

গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়

সাত রোজ দারুণ বাদলে।

বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষ যাহা রৈল

উপবাসী সহ দলবলে॥

ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার

বাঙ্গালি বামণ এই জন।

সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
ফতে হৈল ইহারি কারণ ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার ॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া দিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায় ॥
দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হৈল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে শুঝে বুঝে যেবা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী দেবা।

নীরূপ যে ভাবে স্বরূপপ্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সে বা॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কে বা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা॥ ধ্রু॥

পাতসা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতি ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥

গোসাঁই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই॥
হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥

পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই ॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া ॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥
দেবীবলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায় ॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দে(ও)য়াই আর কলমা পড়াই ॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি ॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥

প্রতাপআদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

এ কথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজঃ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥ ধ্রু ॥

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুইমত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার।
সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার॥
মাটী কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥

সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
জবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেইক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায়॥

প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোসাঁই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই ॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব ॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায় ॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের ॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত ॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥

নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামনে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায়॥

দাস্থ বাস্থর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসিখানা অন্ন জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুটিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
দাস্থ বাস্থ কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাস্থ বলে বাস্থ ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোন রূপে পরাণ থাকিলে॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আস্থ বামণের সাতে।

নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আমু মাটী খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড় কেবা আছে দুখী॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটী খেয়ে বিদেশে আইনু॥
হেদে বামণের ছেলে আগু পাছু নাহি চেলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল ধেয়ে
এখন সে মানসিংহ কই।

গাঁজাখোর রজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
 ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
 রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই
 ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥
উজুর্ক কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারি পাশে
 রোহেলাজল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
 কত জনে কহে কতমত ॥
অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভূত
 নহি তুঝে করুঙ্গা দোটুক।
ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
 জাতি লেঁউ খেলায়কে থুক ॥
ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
 অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে
 ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
 চৌদিকে জবনে ধূম করে।

সিংহ যেন বসি থাকে   চারি দিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥
ভূরিশিটে মহাকায়   ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়   অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকিপদ্মপাণি পদ্মযোনিসদ্মসম্মদে ॥
করস্থ রত্নদর্ব্বিকা সুপানপাত্র শর্ম্মদে।
পুরস্থভুক্ত ভক্ত শম্ভু নর্ত্তনে কটাক্ষদে ॥
সুধান্বিত প্রভাতভানু ভানুদন্তকচ্ছদে।
স্মিত প্রকাশিত ক্ষণপ্রভাংশু মুক্তিকা রদে ॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্ত রক্ত পারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি সম্পদে ॥ ধ্রু ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার   স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।

জয়াবিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী কয়ে
মজুন্দারে অভয় করিলা॥
ভয় কি রে অরে ভবানন্দ।
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥
পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভালমতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূমধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব॥
যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলি মিলি
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিলা।

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা ॥
জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিল মজুন্দার।
মোগলে ছুইতে যায় ভূতে ঠেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার ॥
জবনের ধূম ধাম ভূত হাঁকে হুম হাম
মহামারি পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে ॥

অন্নপূর্ণা সৈন্যবর্ণন।

ধূধূ ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে ॥
হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে ॥

বড় বড় দাড়ী চামর ঝাড়ী
গোফ উঠে শিরতাজে॥
গোলা ধম ধম গোলী ঝম ঝম
গম গম তোপ আবাজে॥
ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরি খত বরকন্দাজে।
পদ নখ হননে বধিছে জবনে
খগগণ যেমন বাজে॥
মারিয়া লাথী বধিছে হাথী
ঘোড়া অনলে ভাজে।
শোণিত পানা সহিতে দানা
চর্ব্বই যেমন লাজে॥
ভৈরব লম্ফে ধরণী কম্পে
বাসুকি নতশির লাজে।
ভারত কাতর কহিছে মুরহর
রিপুবধ কর অব্যাজে॥ ধ্রু॥

দিল্লীতে উৎপাত।

ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।

ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস
সমরে দিলেক হানা॥
ঝপটে ঝপটে দপটে রপটে
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্পে
দিল্লী কাঁপে থর থর॥
টাকরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে
মরিছে যবন সেনা।
রক্তের পাঁতারে ভৈরব সাঁতারে
গগনে উঠিছে ফেনা॥
তা থই তা থই হো হো হই হই
ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট অট হাসে কট মট ভাষে
মত্ত পিশাচী পিশাচে॥
তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডূষ করিয়া
মাতঙ্গ পূরিয়া গালে।
সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া
খেলিছে তালবেতালে॥
রথরথিসঙ্গে মুখে পূরি রঙ্গে
দশনে করিছে গুঁড়া।

হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া
খেলিছে আবির উড়া॥
নরশিরমালা সমরবিশালা
শোণিততটিনী তীরে।
রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী
শৃগালীবেষ্টিত ফিরে॥
এইরূপে দানা গণ দিল হানা
জবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায়॥

এ কি ভূতগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধুবেশে রে॥
জবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুল্যমূল্য গজমেষে রে।

ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥ ধ্রু॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
জবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥
ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়াদিল॥
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥
শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমাবিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।

মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মূতে ॥
ধুলা ছাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥
এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা ॥
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥
ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায় ॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥
উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ॥
বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥
এইরূপে সপ্তাহ শহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই।
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
শহরের উপদ্রব করিল জাহির ॥
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই ॥
মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা ॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে ॥
আন্ধারে কি কব রোজ রোশনে আন্ধার।
হুপ হাপ ভুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার ॥
দেখিতে না পাই কেবা করে ধূমধাম।

সবো রোজ হাঁকে হুম হাম খুম খাম ॥
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে ॥
খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত ॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন মুকুট মাতে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি ॥

ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥ ধ্রু ॥

কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কাজী ফেলিল আমার॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত॥
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়॥
উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥
মান সিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জ্ঞান জানে সে বামণ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।

অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত ॥
ভাল হেতু করেছিনু হজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর এত আপনি করিলা ॥
এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে ॥
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥
মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত ॥
মারা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা ॥
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল ॥
শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগির হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দন্তবস্ত হয়ে ॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।

দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া ॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥
শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিলা জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা ॥ ধ্রু ॥

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈলা যত অবতার ॥
বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নব গ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনশী মহেশ।
সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ ॥

ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সমুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঁগীর যেমন এমন কত আর।
চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোন খানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোন খানে মহিষাসুরের নিপাতন॥
কোন খানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোন খানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥
কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোন খানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটী॥
কোন খানে শুম্ভনিশুম্ভের বিনাশন।
কোন খানে সুরথ সমাধি দরশন॥
কোন খানে রাম রাবণের মহারণ।
কোন খানে কংস বধ আদি বিবরণ॥

কোন খানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পঁুড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদভূত ভূতের বাজার॥
যোগিনী যোগান দেয় পাশারী ডাকিনী।
কাঙ্গালি হইয়া মাগে শাঁখিনী পেত্নিনী॥
রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেগে।
সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈহৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাকে ঘোর॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ॥
খবিষগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড॥
শূন্যেতে হইল এক মায়াজলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি॥
তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন॥

ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী॥
এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল॥
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
ঊর্দ্ধপদে হেটপিঠে হাতী নাচে তায়॥
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুত্তলি তাহে স্থরতি খেলিছে॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারি॥
সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥
মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥
তার পাশে আর এক কমলে কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয়পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥

আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥
আর দিকে এক পদ্মে নাগিনীকুমারী।
অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥
এক বারে এক জন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন খায়॥
একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥
প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥
ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পা(ই)ল হেন।
মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু বাসু যেন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দে পাতশার বিনয়।

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥

যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এ রূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর।
দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥
অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥
দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেই খানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম॥

পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজাস্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী।
হুলা হুলি দেই যত যবনের নারী॥
এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে খাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি জবন যাবত।
সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুটিয়া॥
পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে করে প্রতিঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাস শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥

মহানন্দে জাহাঁগীর গুনাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ী নাগারা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাস্থ বাস্থ আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইহাঁর মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইহাঁর মহিমা॥
জ্ঞানবলে তোমরা আত্মারে দেখ আলা।
চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা॥
শুন অরে দাস্থ বাস্থ কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহাঁর॥

ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়ামই।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা বর্ণন।

দাস্থ বাস্থ কর অবধান।
যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান॥
মহাদেব এক কালে পঞ্চমুখে পঞ্চতালে
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥
তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রমরূপ হয়ে
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥
বিধি সেই পদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
শিব দিলা জটাজূটে ধাম।
বিমল চপলভঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥
ত্রিলোকে ত্রিলোকতারা তিনি হৈলা তিন ধারা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।

স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম॥
ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।
সগরসন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ॥
শিব জটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইয়া দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল কাণে উগারিয়া দিল
জাহ্নবী হইলা জহ্নু ঘাটে॥
রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।

পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী ॥
শতমুখীরূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে।
বেদ যারবিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্ণন।

জানকীজীবন রাম। নব দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
ভবপারাবারে পার করিবারে
তরণি রামের নাম।
চারুজটাজুট রচিত মুকুট
তাহে বনফুল দাম ॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম ॥
হনুমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম ॥ ধ্রু ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥

দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপাকরি মো সবার পূরাহ কামনা॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয়॥
দেখে যেই জন রামজনমভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যে খানে রামচন্দ্র করিলা বিহার॥
অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥
নানাধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥
মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥
দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসিলোক সংহতি লইয়া॥

সকল অযোধ্যাপুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ॥
দাস্থু বাস্থু বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন।

দাস্থু বাস্থু শুন মন দিয়া।
বাল্মীকিপুরাণ মত রামের চরিত্র যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥
এই দেশে মহারথ ছিলা রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথম নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকেয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥

লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরমজ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥
ঘরে এলা সীতা রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিলা আসি
রাবণ ভগিনী শূর্পণখা॥

রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেইহেতু রামশরে খর দূষণাদি মরে
শূর্পণখা করে হাহাকার॥
শুনি শূর্পণখা মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া।
মায়ামৃগরূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া॥
রামবাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উতরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল॥
রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণসহিত আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।
সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনুমান
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ত তাল ভেদ কৈলা
মহাবলি বালিরে বধিলা।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা॥

কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা॥
অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে যুঝে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিল॥
রাম কন হনুমানে সে গন্ধমাদন আনে
তাহে ছিল বিশল্যকরণি।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি॥
রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ব্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥

সীতা তপোবনে রৈলা   কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া   কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা॥
কুশ লব পরিচয়ে   সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান   ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ॥
মুগ্ধ রাম সীতাশোকে   হেনকালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম   চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

ভবানন্দের কাশীগমন।

জয়তি জননী অন্নদা। গিরিশনয়ননর্ম্মদা।
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা।
কর বিলসিত রত্ন দর্ব্বী পানপাত্র সারদা॥
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা।
ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা॥ধ্রু॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥
এক মাস কাশীমাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মনিরমিত অতুলমহিমা॥
শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাহার পূজা সাবধান হয়ে॥
ষোড়শোপচার উপহার কত আর।
পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাত হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥

তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী ।
তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি ॥
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে ।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥
সেখানে তোমারে দেখা দিব আরবার ।
সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥
এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান ।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান ॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে ।
দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥

কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বন পথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাত করিয়া॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন।
বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাথ॥
সেই খানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাস্তু পাঠাইলা॥
ত্বরা করি আসি বাস্তু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগারা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥

শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি ॥
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া ॥
দুই ঠাকুরাণারে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥
দুজনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে ॥
শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি ॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু ॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে ॥
নাগারা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া ॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজন্দার মাতবর উকীল রাখিলা ॥

লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে　সব গ্রামে　সব যামে॥
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসামে　অবিশ্রামে　ফুলদামে॥
সব লোক জড় রে।
শুভকামে　অভিরামে　অবিরামে॥
ভারত দড় রে।
পরিণামে　হরিনামে　পরণামে॥ ধ্রু॥

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে॥
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাস্থ যোগাইল ধুতীযোড় পরিবার॥
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান॥
ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী॥
এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

বড় ঠাকুরাণি গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥
মাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ॥
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো ॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো ॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়াঠাকুরাণী গো ॥
হাতভোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো ॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো ॥

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতিনে হানাহানি গো॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য।

সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানামন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান।

গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি পান॥
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দনা রে অই তোর বাপা।
তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কাণকাটা হাপা॥
মাধীরে বালক দিয়া দেহড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন স্নেতে।
প্রভু আসিবেন যেই ধরে লয়ে যাব তেই
না দিব সতার ঘরে যেতে॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানামতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছলা
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল॥
সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার॥
দরবারে জয় লয়ে প্রভু আ(ই)লা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।

মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান ॥
একে তার তিন বেটা তাহাবে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাকী ॥
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহিরবাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥
নাপান ঝাঁপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে কথা কহে মৃদুহাসে
রায় গুণাকর কহে সার ॥

মার কাছে মজুন্দার বসি পাণ খান।
হেন কালে মাধী এল গালভরা পাণ ॥
ছোট মার ঘরে আসি পাণ খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনেরমত সংযোগ করিল ॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা ॥
আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধীদাসী আগে আগে যায় ॥
দেহড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার ॥
জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল ॥
এই ঘরে আসি বসি খাউ,ন পাণ জল।
দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥
শুনি মজুন্দার বড় উমনা হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা ॥

যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বামহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড়জনে চায়॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে।
এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে॥
মাধী বলে আগে যা(উ)ন ছোট যার ঘরে।
তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে॥
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥
আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥
কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুজী॥
মাধী বলে অলো সাধী চুপ করি থাক।
আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাক॥
সাধী সঙ্গে ঝগড়িয়া কথার ছটাছটী।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি॥

কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দুর্লভিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা।

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম লয়ে ঠাকুরে আছু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥
সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রহে তুমি পাইবে কবে
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি॥
ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটু পাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥
সাধী হারামজাদী এখনী হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
সাধী যে কথা কৈল তোরে কেমন রৈল
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি॥

করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া পাছু সাঁড়াসাঁড়ি॥
দু সতিনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।
দুজনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়া আড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥
রাধা পীতধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার।
কেহ বা মোড়য়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরুভঙ্গ
হার অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার।
সব গোপী এক সাথে লুটিলেক গোপীনাথে
ভারত দোহাই দেয় মদনরাজার॥ ধ্রু॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেহড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড়দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥
দু সতিনে কন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥
দুজনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥

এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড়দিদী বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥
চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিষ্কার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥

চন্দ্রমুখি তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয়॥
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥
হাসি চন্দ্রমুখীমুখে ঝাপিলা অম্বর।
পদ্মমুখীমুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠার॥

ভবানন্দের উভয়রাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি
ক্ষণেক করিলা কামখেলা॥
ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।

যাইতে ছোটর কাছে . মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর ॥
প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা ॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে।
এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥
স্বাধীনভর্তৃকা ইনি প্রোষিতভর্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীনভর্ত্তৃকা করি
নহে হব কামিনীঘাতক ॥
রাত্রি শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥
তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধেয়ে
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।

সেইখানে যাহ কয়ে খোদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে
একে দুই কলহান্তরিতা॥
রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কাম কুপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখনো যদ্যপি যাই তবে দুই কূল পাই
সম হয় দুহার বিহার॥
দুই প্রহরের ঘড়ী গজরের ভড়বড়ী
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ঘরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলা ঘর
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥
ফুলবাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরাতলে
ঘর বারি করে কতবার।
এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে
শরের বুঝিয়া খরধার॥
হেন কালে মজুন্দার বেগে ঘরে এলা তার
মন আইল বেশ শিবিকারে।

মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল
দুজনে বিন্ধিল একধারে ॥
কথায় না সহে ভর দুহে কামে জর জর
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর ।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর ॥

মজুন্দারের রাজ্য ।

ধুধু ধুধু নৌবত বাজে রে ॥
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে ॥
ভোঁভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে
ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে ॥
ঘড়ী বাজে ঠন ঠন ঘণ্টা বাজে রন রন
গন গন গজঘণ্টা বাজে রে ॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড় তোয়াচে লুকিছে কাঁড়
সিপাই সমুখে পুর সাজে রে ।
ভবানী দেবার হাতে নকীব জলধা ডাকে
দেও রাজ বাহির রদজকাজে রে ॥

নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজ রে॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাজাপদ ছায়া
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্ররাজে রে॥ ধ্রু॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥
ঘড়িয়াল ঠন ঠন্ বাজাইছে ঘড়ী।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী॥
দে(ও)য়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাকে বকা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমানমত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক তারে চতুর্দ্দশ ভার॥
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।

ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নদার এয়োজাত।

চল চল সব ব্রজকুমারী।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥
রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলীযন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ
কি করিবে বিছা ঘরের কাজ
সাজিয়া আইল মদনরাজ
তিলেক রহিতে আর না পারি ॥

কেহ লহ পড়া পঞ্চরগুয়া
কেহ লহ পাণ কর্পূরগুয়া
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।
সে মোর নাগর চিকণকালা
তারে সাজে ভাল বকুলমালা
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি ॥ ধ্রু ॥

অন্নপূর্ণাপূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার ॥
ঘরে ঘরে দাসী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল ॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা ॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনাঃ ॥
রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রম্ভা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী ঊষা উমা ॥

সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী॥
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী নারী॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী॥
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী॥
শারদা সুশীলা শামী সুমতি সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
খেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥
সোণা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী।
নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী॥
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী॥

সোহাগী সম্প্রতি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টিবী॥
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী।
জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাদু জানি॥
কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥
আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বশী সুন্দরী॥
চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী॥
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী॥
কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়।
কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়॥
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।
ঘন বাজে ঘুঙ্গু ঘুঙ্গু কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥

কেহ ডাকে এস সই চল সেঙ্গাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী॥
কার বেণী কার খোঁপা কার এলো চুল।
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥
তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥
সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরুণী।
কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥
নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥

তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপি কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতামাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাদ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হয় ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ধ্রু॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাস বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।

তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া ॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে ॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল ॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥
মায়া সোণাখড়কীরু ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক গুঁড়া ॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃতঅধিক বলে অমৃতের রাজা ॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।

গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥
অন্য মাংস সীক ভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া ॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেতুল কুল আমড়া মন্দার ॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চূষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী ॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি ॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা রাজবার চালু দিলা ॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।

অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে ।
আস্থ বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥
দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা ।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুঁদি ।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুরি সুঁদী ॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর ।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার ॥
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি ।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি ॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে ।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥
বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল ।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল ॥
মাকু মেটে মধিলোট শিবজটা পরে ।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে ॥
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্দে ।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে ॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী ।

কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুঁতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু থালু ॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ॥

অন্নদাপূজা।

অশেষ উপচার আনিয়া মজুন্দার
পূজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজয়ে বিধান যেমন ॥
ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ ॥
বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী।

যতেক রামাগণ পরমহৃষ্টমন
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি ॥
পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্নহোম
ভোগের অন্ন আনি দিলা।
করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত
জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥
হইয়া যোড়পাণি পড়েন স্তুতিবাণী
পরম জ্ঞানী মজুন্দার।
কি কব ভাগ্য লেখা অন্নদা দিলা দেখা
ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
দেখিয়া অন্নদায় পলকে পূর্ণকায়
মোহিত হৈলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
কেহ না দেখে শুনে আর ॥
কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসি শাপে ভূতলে আসি
ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
মনে না করে পূর্ব্ব কথা।

আমার ইতিহাস করিল পরকাশ
এখন চল যাই তথা ॥
অষ্টাহ গীত কথা কহেন দেবী তথা
শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা।

শুন শুন অরে ভবানন্দ
মোর অষ্ট মঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥
প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিন গুণ
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি
দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে জনমিনু উমা নামে
মোর বিয়া হেতু কাম মৈল ॥
বিয়া হৈল হর সঙ্গে হরগৌরী হৈনু রঙ্গে
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল ॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি

তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু।
পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে
অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু॥
কাশীমাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিতমন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি

চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তায়
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥
সেই ব্যাস তার পরে ব্যাস বারাণসী করে
মোর উপাসনা করে বসি।
বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া
করিনু গর্দ্দভবারাণসী॥
কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা বসুন্ধরে
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।

হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ী রূপে আমি গিয়া
ঘুটে বেচাছলে বর দিনু॥
শুন শুন ইত্যাদি।
পঞ্চমে শাপের ছলে আনিনু ধরণীতলে
নলকুবরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি আইনু তোমার বাড়ী
ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে তুমি নিজ ঘরে সুখে
ঝাঁপী রূপে পাইলা আমায়॥
আসিয়াছি তোর ঘরে শুন কহি তার পরে
প্রতাপআদিত্য ধরিবারে।
এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥
মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস ছলে সুখে শুনিনু তোমার মুখে
আদ্যরস সুন্দর বিদ্যায়॥
পূজি মোর কালী রূপ সুকবি সুন্দর ভূপ
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান।

হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর
শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা
দুহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি হৈল গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল
বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥
শুন শুন ইত্যাদি।
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্মিনীর রবি
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপটসন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাত কৈল
নানামতে বিহার করিল ॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি
কোটাল ধরিতে গেলা চোরে।
নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাত করে
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর ॥
শুন শুন ইত্যাদি।
সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥

এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপআদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥
তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে
এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিনু শহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে॥
শুন শুন ইত্যাদি।
অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু॥

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু।
শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
বন্দিয়া গোবিন্দপায় রায় গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী॥
অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা শূলধারিণী॥
মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী
ভারতচিত্তচারিণী॥ ধ্রু॥

এইরূপে পূর্ব্ব কথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ॥
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছান্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত্ত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপালকুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন॥
গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘী কাটি করিবেক শঙ্করস্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥

অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়॥
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম বলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥
শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥

স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায়সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডীউঁসাই নীলমণি কণ্ঠঅভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥

যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার স্থতে দিয়া রাজ্যভার
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি বসিলেন ধ্যান ধরি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুন্দার করিছেন হাহাকার
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে স্থখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা অলকাপথে
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকুবর চলিলা।

কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈলা অন্নদাচরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥
অন্নপূর্ণা অর্দ্ধার্চ্চিতা অপর্ণা অপরাজিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা
অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা॥
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি কত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিততনু ভগবানে॥

সমাপ্ত॥